একটি দিন

(গল্পগ্রন্থ – যাত্রাবদল)

মনটা ভালো ছিল না। এক এক দিন এরকম হয়, কিছু পড়তেভালো লাগে না, কিছু ভাবতে ভালো লাগে না, কারুরসঙ্গে কথা বলতেও ভালো লাগে না। মনে হয় যেন মনেরচাকার তেল ফুরিয়ে গিয়েচে—'অয়েল' না করে নিলে চাকাআর চল্‌বে না, ক্রমে মরচে পড়ে আসবে—তারপর কবেএকদিন ফুট্ করে বন্ধ হয়ে যাবে।

জেলেপাড়া লেনে এক পুরোনো তাসের আড্ডায়গেলুম। সেই সব পুরোনো বন্ধুরা এসে জুটেচে—তাস কিন্তুভালো লাগে না। তাস খেলে জিতব, অন্যদিন এতে কতউৎসাহ, আনন্দ পাই। আজ মনে হল, না হয় জিতলামই, তাতেই বা কি ?—এদের গল্পগুজব ভালো লাগল না। অর্থহীন—অর্থহীন—এই নীচু বৈঠকখানা ঘর, চুন-বালি-খসা দেওয়াল, সেই সব একঘেয়ে সস্তা ওলিওগ্রাফ্‌ছবি—কালীয়দমন, অন্নপূর্ণার ভিক্ষাদান, কি একটা মাথামুণ্ডুল্যান্ডস্কেপ—সেই একঘেয়ে কথাবার্তা, চিরকাল যা শুনে আসচি—হঠাৎ মন বিরস ও বিরূপ হয়ে উঠল—সব বাজে, সব অর্থহীন,-পাশের একজনকে জিগ্যেস কল্লুম—আপনারবেশ ভালোলাগচে?মনে কোনোরকম—

সে অবাক্ হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইল। বল্লে—কেন, ভালো লাগবে না কেন ?কেন বলুন তো ?—

মন আরো তিক্ত হয়ে উঠল। কাজের ছুতোয় সেখানথেকে বেরিয়ে পড়লুম। বেলা চারটে বাজে। ফিরিওয়ালারা গলির মধ্যে হাঁকচে—ছেলেরা বইদপ্তর নিয়ে স্কুল থেকেফিরচে —কলের জল পড়বার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে—গলিরমোড়ে রোয়াকে-রোয়াকে এরই মধ্যে আড্ডা বসে গিয়েচে।

একটা নিতান্ত সরু অন্ধকার গলি, পাশেই একটামিউনিসিপ্যালিটির নাইবার জায়গা। এই গলিটা দিয়ে যাতায়াত প্রায়ই করি—মিউনিসিপ্যালিটির নাইবার জায়গাটার পাশে একটা খোলার ঘর। এই ঘরখানা ও তারঅধিবাসীরা আমার কাছে বড় কৌতূহলের জিনিস। হাত পাঁচেক লম্বা, চওড়াতে ওই রকমই হবে, এই তো ঘরখানা।এরই মধ্যে একটি পরিবার থাকে, স্বামী, স্ত্রী ও শিশুসন্তান। না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত, এইটুকু ঘরে কী ভাবেএতগুলো প্রাণী থাকে—তাদের জিনিসপত্র নিয়ে। কিন্তুসকলের চেয়ে অবিশ্বাসের বিষয় এই যে এই পাঁচ বর্গহাতঘরের এক কোণেই ওদের রান্নাঘর। আমি যখন ওখান দিয়েযাই, প্রায়ই দেখতে পাই—উনুনে কিছু না কিছু একটাচাপানোআছে। বউটি ছোট্ট ছেলে কোলে নিয়ে রাঁধছে, নাহয় দুধ জ্বাল দিচ্চে। তার বয়স দেখলে বোঝা যায় না—তেইশও হতে পারে, ত্রিশও হতে পারে, চল্লিশও হতে পারে।ঘোমটার কাছে ছেঁড়া, আধময়লা শাড়ি পরনে। হাতে রাঙাকড় কি রুলি; চোখমুখ নিস্প্রভ, নির্বুদ্ধিতার ছায়া মাখানো।স্বামী বোধহয় কোনো কারখানাতে মিস্ত্রির কাজ করে, দু'একদিন সন্ধ্যার আগে ফিরবার সময় দেখেচি লোকটাকালিঝুলি মেখে ছোট্ট বালতি হাতে পাশের নাইবারজায়গায় ঢুক্‌চে।

আজও ওদের দেখলুম। দোরের কাছে বউটি ছেলেকোলে নিয়ে বসে আছে, ছেলেকে আদর করচে। নির্বোধের মতো আমার দিকে একবার চেয়ে দেখলে। সেই পায়রারখোপের মতো ঘরটা, ছিটেবেড়ার দেওয়ালে মাটির লেপ, তার ওপরে পুরানো খবরের কাগজ আঁটা, কাগজগুলোহলদে বিবর্ণ হয়ে গিয়েচে—দড়ির আলনায় ময়লাকাপড়-চোপড় ঝুলচে।

মনটা আরো দমে গেল। কি করে এরা এ থেকে আনন্দপায় ?কি করে আছে ?কি অর্থহীন অস্তিত্ব ! কেন আছে ?আচ্ছা, ও ছেলেটা বড় হয়ে কি হবে ?ওই রকম মিস্ত্রি হবেতো, ওই রকমই খোলার ঘরে ছেলে বউ নিয়ে ওই ভাবেইমলিন, কুশ্রী, অন্ধকার, অর্থহীন জীবনের দিনগুলো একেএকে কাটাতে কাটাতে এগিয়ে চলবে ততোধিক দীন, হীনমরণের দিকে ! অথচ মা কত আগ্রহে খোকাকে বুকে আঁকড়েআদর করচে, কত আশা, কত মধুর স্বপ্ন হয়তো—কিন্তুএখানেও আমার সন্দেহ এল। স্বপ্ন দেখবার মতো বুদ্ধিওবউটির আছে কি ?কল্পনা আছে ?নিজেকে এমন অবস্থায়ভাবতে পারে যা বর্তমানে নেই কিন্তু ভবিষ্যতে হতে পারে বলে ওর বিশ্বাস?মনের গোপন সাধ-আশাকে মনে রূপদিতে পারে?নিজের সংকীর্ণ, অসুন্দর বর্তমানকে আলোকউজ্জ্বল ভবিষ্যতের মধ্যে হারিয়ে ফেল্‌তে পারে ?

বড় রাস্তার মোড়ে বই-এর দোকানগুলো দেখেবেড়ালুম। রাশি রাশি পুরোনো বই, ম্যাগাজিন। অধিকাংশইবাজে। অলস, অপরিণত মনের তৈরি জিনিস। চটকদারমলাটওয়ালা অসার বিলিতি নভেল, সিনেমার

ম্যাগাজিনইত্যাদি। অন্যদিন এখানে বেছে বেছে দেখি, যদি ভালোকিছু পাওয়া যায়। আজ আর বাছবার মতো ধৈর্য ছিল না।মনের আকাশের চেহারা আজ ঘষা পয়সার মতো, নীলিমারসৌন্দর্য তো নেই-ই, মেঘভরা বাদলদিনের রূপও নেই—নিতান্তই ঘষা পয়সার মতো তার চেহারা।

সিনেমা দেখতে যাব ?আউট্রাম ঘাটে বেড়াতে যাব ?কোথাও বসে খুব গরম চা খাব ?লেকের দিকে যাব ?—

ধর্মতলার গির্জার সামনে এক জায়গায় লোকের ভিড়জমেছে। একটা সাহেবি পোশাকপরা লোক ফুটপাথে অজ্ঞানহয়ে শুয়ে আছে, ধড়টা ও মাথাটা পরস্পরের সঙ্গে এমনঅস্বাভাবিক কোণের সৃষ্টি করেচে যে মনে হচ্ছে লোকটা মরে গিয়েছে। দুজন সার্জেন্ট এল। লোকে বল্লে, সামনেরবাড়ির নীচের তলায় ওই বাথরুমের মধ্যে পড়েছিল এইঅবস্থায়। বাড়ির দারোয়ান ধরাধরি করে ফুটপাথে এনেশুইয়ে দিয়েচে—লোকটা কে, তারা চেনে না। লোকটামরেনি, মদে বেহুঁশ হয়ে আছে। সার্জেন্ট দু'জন ধরাধরিকরে তার সংজ্ঞাহীন নিঃসাড় দেহটা একটা ট্যাক্সিতে তুলেনিয়ে কোথায় গেল।

লোকটার ওপর সহানুভূতি হল আমার। সেই নির্বোধবধূটার ওপর যা হয়নি, এই বেহুঁশ মাতালের ওপর তা হল।বেচারা আনন্দের খোঁজে বেরিয়েছিল, পথও যা হয় একটাধরেছিল, হয়তো ভুল পথ, হয়তো সত্যি পথ...আনন্দেরসত্যতা তার মাপকাঠি—কে বলবে ওর কি অভিজ্ঞতা, কিতার মূল্য ?ও-ই জানে। কিন্তু ও তো বেহুঁশ।

কার্জন পার্কের সামনে এলুম। অনেকগুলো চাকর ওআয়া সাহেবদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে বৃষ্টিরভয়ে গাড়িবারান্দার নীচে ফুটপাতের ওপর বসে আছে।বৃষ্টি একটু একটু বাড়ছে, আমিও সেখানে দাঁড়ালুম। একটাছোট্ট ছেলে, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া সোনালী চুল, নীল চোখ, বছরদেড় কি দুই বয়েস—সে তার চাকরের টুপিটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে টল্‌তে টল্‌তে উঠে অতি কষ্টে নাগাল পেয়েচাকরের মাথায় টুপিটা পরিয়ে দিচ্ছে—আর যেমন পরানো হয়ে যাচ্ছে, অমনি হাত নেড়ে, নেচে, ঘাড় দুলিয়ে দন্তহীনমুখে হেসে কুটিকুটি হচ্ছে। কিন্তু টুপিটা ভালো করে মাথায়বসাতে পারচে না, একটু পরেই গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে, আবারখোকা অতি কষ্টে টুপিটা মাথায় তুলে দিচ্ছে...আবার সেইহাসি, সেই হাত পা নাড়া, সেই নাচ...তাকে কেউ দেখচেনা, কারু দেখবার সে অপেক্ষাও রাখচে না, তার চাকর পার্শ্ববর্তিনী আয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপে এমন অন্যমনস্ক, থোকাকি করচে না করচে সেদিকে তার আদৌ খেয়াল নেই, নিকটের অন্যঅন্য ছেলেমেয়েরাও নিতান্ত শিশু—ওই খোকাটি আপন মনে বার বার টুপি পরানো খেলা করচে।

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে রইলুম। নরম নরম কচিহাত পায়ের সে কি ছন্দ, কি প্রকাশভঙ্গির সজীবতা, কিঅবোধ উল্লাস, কি অপূর্ব সৌন্দর্য !...খুশির আতিশয্যেখোকা আবার সামনে ঝুঁকে ঝুঁকে পড়চে, একগাল হাসচে, ছোট ছোট মুঠি বাঁধা হাত দুটো একবার তুল্‌চে, একবারনামাচ্ছে...শিশুমনের আগ্রহভরা উল্লাসের সে কি বিচিত্র, কি সুস্পষ্ট, ভাষাহীন বার্তা !...

আমি আর চোখ ফেরাতে পারিনি। হঠাৎ অদৃষ্টপূর্ব, অপ্রত্যাশিত সৌন্দর্যের সামনে পড়ে গিয়েছি যেন। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম। হঠাৎ চাকরটার হুঁশ হল—সে আয়ার সঙ্গে গল্প বন্ধ করে খোকার দিকে ফিরে টুপিটা তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে পাশে একটা পেরাম্বুলেটারের মধ্যে রেখে দিলে। খোকার মুখ অন্ধকার হয়ে গেল, সে টল্‌তে টল্‌তে পেরাম্বুলেটারের পাশে গিয়ে দাঁড়াল কিন্তু বড্ড উঁচু—তার ছোট্ট হাত দুটি সেখানে পৌঁছায় না। সে একবার অসহায় ভাবে এদিক-ওদিক চাইলে, তারপর থপ্ করে বসে পড়ল। চাকরটা আয়ার সঙ্গে গল্পে মত্ত।

কার্জন পার্কের বেঞ্চির ওপর গিয়ে বসলুম। সূর্য অস্তযাচ্ছে, গঙ্গার অপর পারে আকাশ রাঙা হয়ে এসেচে।

খোকার মনের সে অর্থহীন আনন্দ আমার মনেঅলক্ষিতে কখন সংক্রামিত হয়েচে দেখলুম। খোলার ঘরেরমেয়েটিকে আর নির্বোধ মনে হল না।